বাংলার ছোটগল্প

পঞ্চম খণ্ড

বাংলার ছোটগল্প

পঞ্চম খণ্ড

সম্পাদনা

ড. বিজিত ঘোষ

পুনশ্চ

BANGLAR CHHOTO GALPA [DELUXE EDITION]
Collection of Bengali Short Stories
Edited by Dr. Bijit Ghosh

First Deluxe Edition
January 2026

Price Rs. 1250/-

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি, ২০২৬

প্রচ্ছদ

ISBN 978-81-7332-295-2

দাম : ১২৫০ টাকা

পুনশ্চ, ১১৪ এন, ডা. এস. সি. ব্যানার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১০ থেকে
সন্দীপ নায়ক কর্তৃক প্রকাশিত এবং শিবানী প্রিন্টিং ১৭এ, স্যার গুরুদাস রোড,
কলকাতা - ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত ফোন - ৮৯১০২৮৩৪৪৮
Email: punaschabook@gmail.com
Web: www.punaschabooks.com

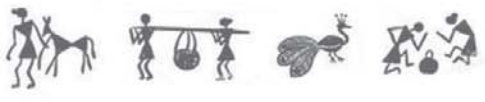

সূচিপত্র

কল্যাণ মৈত্র	পাঁচালি	
গৌতম দাস	স্বপ্নফেরি	
তপনকুমার দাস	মন খারাপের কারণ	
অলক সোমচৌধুরি	সিঁড়ি	
সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়	কাঠের গৌরাঙ্গ	২০৬
রবিশংকর বল	মধ্যরাত্রির জীবনী	২১২
অলোক গোস্বামী	দুই বন্ধু এবং	
অনিন্দ্য ভট্টাচার্য	ক্ষত—ক্ষত	২১৯
অনিশ্চয় চক্রবর্তী	আগুনের বৃত্তান্ত	২২৯
প্রচেত গুপ্ত	উপত্যকা	
ঝুমুর পাণ্ডে	শ্রীমতী চলে ...	
বিজিত ঘোষ	অরণ্যলতার শেকড়বাকড়	২৩৯
অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	আয় মৃত্যু	
অমিতেশ মাইতি	ক্যুরিয়র	২৫০
সুব্রত সরকার	নীরক্ত নিবিড়তা	
সুব্রত সেন	অশেষের কবিতা	
কৃষ্ণেন্দু মুখোপধ্যায়	স্ক্র্যাপ	
তৃণাঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়	কন্যা	২৫৪
জয়ন্ত দে	নিহিত পাতাল	
নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	অসুখ	
অসিত কর্মকার	হিম—যুদ্ধ	২৬২
শ্যামল ভট্টাচার্য	লাউপাখির ডিম	২৭০
সিদ্ধার্থ সিংহ	চা	২৭৬
পল্লব মিত্র	টেলিফোনের বিড়ম্বনা	
শেখর মুখোপাধ্যায়	প্রতিগমন	
তিলোত্তমা মজুমদার	ফার্ন	
দেবাশিস মুখোপাধ্যায়	বৃহন্নলার মা	
সুব্রত কুমার রায়	দেওলা	
সোহারাব হোসেন	বায়ু তরঙ্গের বাজনা	২৯২
অচ্যুৎ মণ্ডল	চাঁদের হাসি	

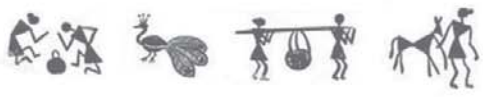

বিশ্বজিৎ বসু	বায়ো কমপিউটার	
নীহারুল ইসলাম	জেনা	৩০৪
ব্রাত্য বসু	একটি আত্মহত্যা বিষয়ক বৃত্তান্তের খণ্ডাংশ	২২
সুব্রত নাগ	ঔরঙ্গজেবের দুনিয়া	
অহনা বিশ্বাস	পুত্রদায়	
অরুণাভ দাস	সাগর থেকে ফেরা	
বাপ্পাদিত্য চট্টোপাধ্যায়	ফলাফল	
সুমন মহান্তি	আপনজন	
উল্লাস মল্লিক	সারমেয় কথা	
তন্বী হালদার	বেহুলার আত্মকথা	
প্রশান্ত মৃধা	মন যদি ইচ্ছা করো	
সৌরভ মুখোপাধ্যায়	যখন বৃষ্টি নামল	৪০
সৈকত মুখোপাধ্যায়	স্বর্গবেশ্যার ছেলে	
কমলেশ রায়	দেবীবরণ	
ঈশা দেব পাল	গার্লস ইস্কুলের বারান্দা	
শাশ্বতী চন্দ	দুয়োরানীর মেয়ে	
বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়	স্পেশাল	
বিনোদ ঘোষাল	শুভ, একটি মেয়েছেলে ও কয়েকটি মুক্তো	
সুশীল সিংহ	পিরানহা	
রজতশুভ্র মজুমদার	নরক থেকে ফেরা	
বিশ্বজিৎ রায়	নিষিদ্ধ	
শুভংকর গুহ	ফিওদর উসমানির আত্মকথা	
সৌরভ চক্রবর্তী	তুমি প্রজাপতি কিংবা সারস	
অনুপ ভট্টাচার্য	জলোচ্ছ্বাস	
অপর্ণা বিশ্বাস	আকালের মার	২
অমল মজুমদার	দাগ	
অমিতাভ পাল	মোরগ লড়াই	
অসীম চট্টরাজ	ছায়াঘর	৬
আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন	পরের বউ	
আবুল মনসুর আহমদ	হুযুর কেবলা	
আবদুল মান্নান সৈয়দ	মাংস	
আবু জাফর শামসুদ্দীন	রাজেন ঠাকুরের তীর্থযাত্রা	
আহমদ কাফিল	পুরষ্কার	
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ	খর যৌবনের বন্দি	
কাইজার চৌধুরী	ছিনতাই ছিনতাই	

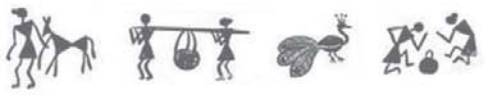

কায়েস আহমেদ	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৈত্রিক ভিটে ও মালপদীয়ার রমণী মুখুজ্জে	
খান মোহম্মদ ফারাবী	কেমন জব্দ	
গাজী শামছুর রহমান	ওঁম	
চন্দন মুখোপাধ্যায়	অসুন্দর	
চন্দ্রা ঘোষ মিত্র	বিপ্রলব্ধা	
জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায়	সুখ	
জাফর তালুকদার	বাম পাঁজরের হাড়	
তীসা রায়	পাখির পায়ে আংটি	
পাপিয়া ভট্টাচার্য	ষোলো নম্বর	১৮
পুষ্পিত মুখোপাধ্যায়	ফসল	
ফজল শাহাবুদ্দীন	রাত্রির কাছাকাছি	
ফরিদা হোসেন	প্রত্যাবর্তন	
ফাকিহা হক	ফাঁস	
বিজলী ঘোষ	ভার	২০
বিপ্লব দাশগুপ্ত	কাজের মেয়েটা	
বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়	যযাতি	
মঈনুল আহসান সাবের	খননকারী	
মামুন হুসাইন	রাজযাত্রা কিংবা সহজ বেহুলা পাঠ	
মলয় দাশগুপ্ত	ভালো পিসির অন্ত্যেষ্টি	২৪
মানস সিকদার	অপেক্ষায় থাকি	২৫
মাহবুল-উল-আলম	কুরবাণী	
মনোরঞ্জন হাজরা	ঠিকাদার	
মাহবুব তালুকদার	সদাচার সমাচার	
রঞ্জন ধর	দায়	
লীনা গঙ্গোপাধ্যায়	তীর্থযাত্রা	২৭
শেখর সেনগুপ্ত	জোয়ার	৩১
সন্দীপ সেনগুপ্ত	বিস্‌রা ও তার লক্ষ্যভেদের সময়	৩২
সমরেশ রায়	অসত্যকাম	
সাথী সেনগুপ্ত	শীত ঋতু	৩৩
সুকুমার রুজ	সূর্য-ডোবা আলো	৩৪
সরিৎশেখর মজুমদার	রক্তের রং একটাই	
সুখেন্দু পাল	সবুজ রক্ত	
সুভদ্রা উর্মিলা মজুমদার	মামাল্লাপুরমের মহাবীর	
সোমেশ ভট্টাচার্য	ঢিল	৩৮
সৌম্যদেব বসু	আর এক আকাশ	৩৯

পাঁচালি

কল্যাণ মৈত্র

বাঁশির সুরটা ভিজে বাতাসে ভেসে ভেসে আসছিল। এখন অবশ্য আর বৃষ্টি পড়ছেনা। রাস্তায় জল। ট্রাম লাইনটা ডুবেছে, কেবল ঘোলা জলের মধ্যে একটা সরলরেখা দেখা যায়।

বাস, ট্যাক্সির হর্ন, জনকোলাহল, চেঁচামেচি—তারমধ্যেও একটু খেয়াল করলেই বোঝা যায় সামনেই কোথাও কেউ বাঁশিতে ধুন তুলেছে। তার মিঠে সুর মাঝেমধ্যেই অন্য সব আওয়াজের ভেতর চাপা পড়লেও বেশিক্ষণ তা স্থায়ী হয় না।

চায়ের দোকানের উলটোদিকে দাঁড়িয়ে সত্যপ্রকাশ। অফিস ফেরতা, বাস ধরবে। এই বর্ষণসিক্ত সন্ধ্যায় বাঁশির ওই সুর তাকে যেন হঠাৎই ভেতর থেকে নাড়িয়ে দিল। শুনবে না শুনবে না করেও সত্যপ্রকাশ নিজেকে ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না। অসম্ভব একটা দোলা দিচ্ছে মনে। সে এখন তালতলার মোড়ে, এই সন্ধ্যায়, নিয়নের উজ্জ্বল অথচ অন্ধকার খাওয়া আলোর নীচে দাঁড়িয়ে তাকে যে বাড়ি ফিরতে হবে—তা বেমালুম ভুলে গেল।

এবার সত্যপ্রকাশ খুঁজতে শুরু করল। কোথা থেকে আসছে বাঁশির আওয়াজটা?

মোটা কাচের চশমাটা নাকের ওপর তুলে সত্যপ্রকাশ চারদিক চেয়ে দেখে নিল। নিয়নের আলোটার কাছে ধুলোর মতো বৃষ্টি—রাশি রাশি হীরক কণা—নীচে অন্ধকারে এসে হারিয়ে যাচ্ছে। একটু হাওয়া দিচ্ছে। ঠিক এলোমেলো নয়। অথচ বৃষ্টি তাড়ুয়া হাওয়াটা কোন দিক থেকে আসছে তা বোঝার উপায় নেই। চারদিকে বাড়ি, বাড়ি; পাঁচিল, দেওয়াল, প্রমোটারের কাঁটাতার।

চায়ের দোকানের বাঁদিকে ঢাউস বেমানান নিমগাছটার পেটের মাছখান দিয়ে একটা দমকা হাওয়া চলে যেতেই সত্যপ্রকাশ দেখতে পেল। ইপ্সিত বংশীবাদকটিকে। এক পলকই। শতজীর্ণ, বিপজ্জনক বাড়িটার একতলার ছাদের কোণে—শীর্ণপ্রায় প্রৌঢ়। এক পা ঝুলিয়ে আরেক পা ভাঁজ করে এবং পিছন দিকে কিছুটা শরীরটা হেলিয়ে দিয়ে বাঁশি বাজাচ্ছে। নির্লিপ্তভাবে। সত্যপ্রকাশের মনে হল একটা স্বপ্নবৎ মায়াজগতের মধ্যে ঢুকে পড়ছে সে।

এ মুখ তার যেন খুব চেনা লাগছে। কখন সে চায়ের দোকানের পাশ দিয়ে ভাঙা, আধ ভেজানো সদর দরজা পেরিয়ে পেছল উঠোনের বুক মাড়িয়ে সরীসৃপের মতো দোতলায় উঠে যাওয়া সিঁড়ি দিয়ে, এখানে এই খোলা ছাদের ওপর এসে দাঁড়িয়েছে তা মনে করতে পারে না। কোনো অনুমতির তার প্রয়োজন হয়নি।

যুগলকিশোর একমনে বাজাচ্ছে। চারদিকে কী ঘটে চলেছে তা তার খেয়ালে নেই। সত্যপ্রকাশের মনে হল অন্ধকার একটা ক্যানভাসের মধ্যে যুগলকিশোর যেন একটা ছবি। সে একা, হাতে বাঁশি। আকাশের দিকে তার মুখ।

—আজ কতক্ষণ এসেছে এখানে মনে করতে পারে না সত্যপ্রকাশ। যুগলকিশোরের বাঁশি এখনও থামেনি। তাকে সে একবার ঘুরে দেখেওনি পর্যন্ত। রাস্তা ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। লোকজন কমে আসছে। যুগলকিশোরের বাঁশির সুর তাই ক্রমশ তীব্রতর হচ্ছে। এ বাজানোয় কোনো নেই, আর্তি আছে। মন আছে, আর আছে যন্ত্রণা। মেশানো, কড়া।

লজ্জিত যুগলকিশোর। 'শুনেছি আপনি প্রায়ই আসেন। আমার বাঁশি শোনেন চলে যান। আমি আর কী বাজাই! বাবুজি আপনি ভক্ত লোক আছেন। আমি বাজালে কারোর সঙ্গে কথা বলতে পারি না। ইচ্ছেও হয় না। ওই যে ঈশ্বর আমার মালিক! —আমার যা কিছু তাকেই নিবেদন করি।' যুগলকিশোর হাত নেড়ে আকাশের ভেতর তার ঈশ্বরকে দেখায়, খোঁজে।